উম্মাতে মুসলিমা হলো

আখেরী উম্মত

14-August-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

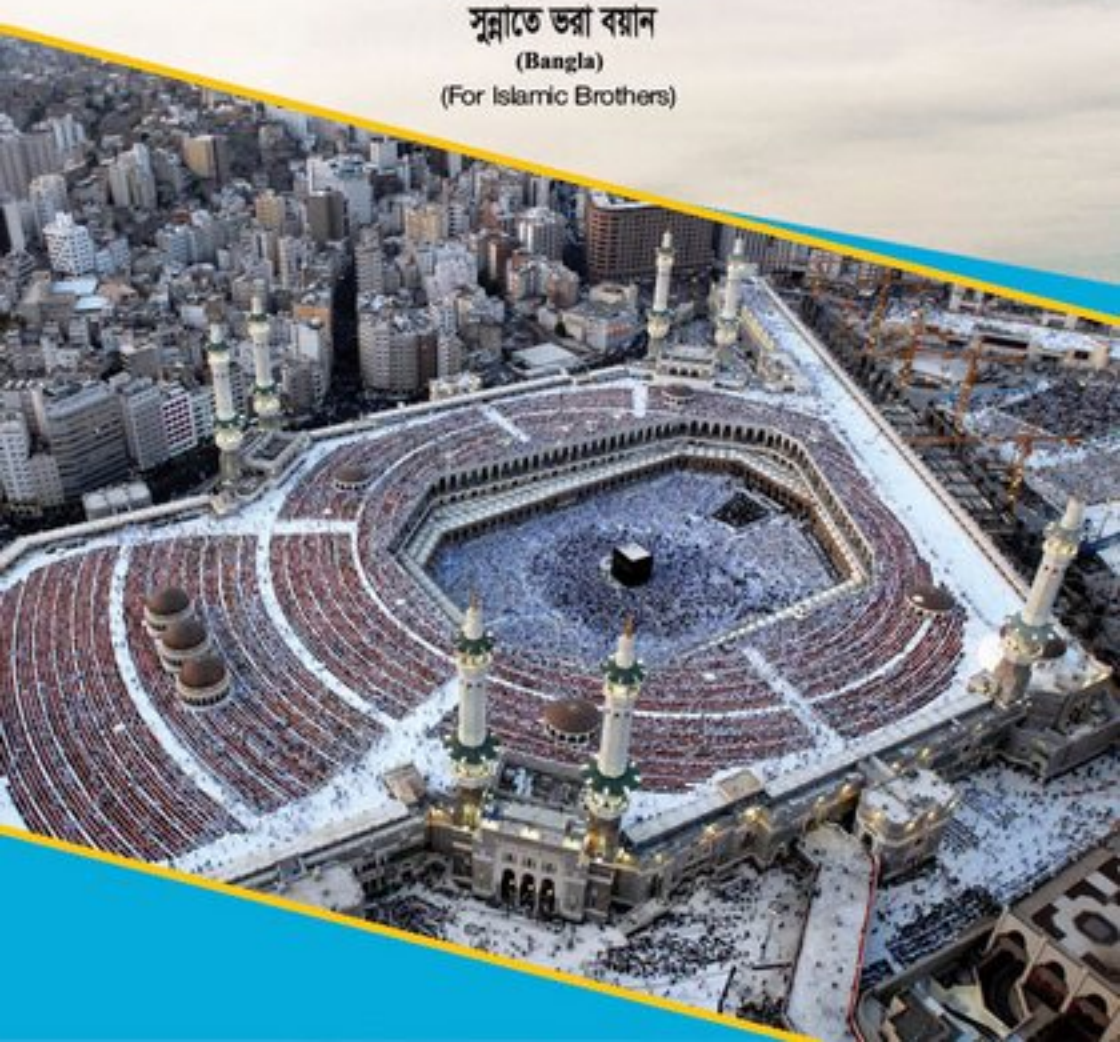

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
উম্মতে মুসলিমার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 5
উম্মতে মুসলিমার গুরুত্ব ও ফযীলত 8
উম্মতে মুসলিমা আখেরি উম্মত কেন? 10
(১): প্রথম হিকমত: উম্মতে মুসলিমাকে সাক্ষী বানানো হয়েছে 11
কিয়ামতের দিন উম্মতে মুসলিমার সাক্ষ্য 11
উম্মতে মুসলিমা দুনিয়াতেও সাক্ষী 12
(২): দ্বিতীয় হিকমত: শিক্ষা গ্রহণকারী উম্মত 16
শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান 18
শিক্ষার দৃষ্টি সম্পর্কে আউলিয়ায়ে কেরামের বাণী 19
প্রতিটি ঘরই শিক্ষার নিদর্শন 20
(৩): তৃতীয় হিকমত: নেককারদের পথে চলা 21
২৪ নং নেক আমলের এর প্রতি উৎসাহ 22
রোগীর সেবা করার মাদানী ফুল 23
ঘোষণা 24
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 25
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 25
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 26
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 26
(৬) দরূদে শাফায়াত: 26

(১) এক হাজার দিনের নেকী.....২৭
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:.....২৭
রোগীর সেবা করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল.....২৮
অযুর মাঝে পড়ার দু'আ.....২৯
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি.....৩০
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:.....৩১
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী.....৩৩
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল.....৩৩
মাসিক ৪টি নেক আমল.....৩৩
বার্ষিক ৩টি নেক আমল.....৩৩
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া.....৩৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَهُ عِنْدِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার

দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো। **(জামউল জাওয়ামে লিস সুয়ূতী, ৭/১৯৯, হাদীস: ২২৩৫২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উম্মতে মুসলিমার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

আল্লাহ পাক কুরআন করীমে ইরশাদ করেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা শ্রেষ্ঠতম, ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে, সৎ কাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ

لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

করছো, আর আল্লাহর উপর ঈমান রাখছো।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে কারীমার অর্থ হলো এটাই, হে মুসলমানগণ! লওহে মাহফুজে তোমাদের এই গুণই লেখা আছে যে, তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম উম্মত। তোমাদের জন্য এটাই শোভনীয় যে, তোমরা এই পদের মর্যাদা রক্ষা করবে! **(তাফসীরে কবীর, পারা ৪, ১১০ নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/ ৩২৩)** অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকবে...!!

হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেন: একজন মুসলমানের জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য হলো خَيْرُ الْاُمَم অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া। যেভাবে গোলাপের জন্য সুগন্ধ, মোতির জন্য দ্যুতি এবং সূর্যের জন্য আলো অপরিহার্য, ঠিক সেভাবেই একজন মুসলমানের জন্য তার আমল ও আচরণের দিক থেকে সকল উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম হওয়া আবশ্যক ও জরুরী। ইবাদত ও লেনদেন হোক বা আখলাক ও অভ্যাস, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একজন মুসলমান কেবলই কল্যাণময় হবে। অর্থাৎ পূর্ণ জীবন কুরআন ও সুন্নাহর আঁচল ধরে সিরাতে মুস্তাকীমের (সরল পথের) উপর চলতে থাকবে। **(ইরফানী তাকরীরি, বয়ান, ৯৯ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই একজন মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব যে, সে সর্বদা 'খাইরু উমাম' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে থাকবে। নিঃসন্দেহে যে শ্রেষ্ঠ হয়, সে 'আইডিয়াল' (Ideal) বা আদর্শও হয়। আর যে

আইডিয়াল হয়, সে অন্যের অনুকরণ করে না, বরং অন্যেরা তার অনুসরণ করে। তাই এটাই হওয়া উচিত ছিল, মুসলমান এমন হয়ে থাকবে যে, অন্য জাতিরা তার অনুসরণ করবে, মুসলমানের আখলাক এত উঁচু মানের হবে, অন্য জাতিরা মুসলমানদের কাছ থেকে আখলাক শিখবে, মুসলমানের চরিত্র এতো উঁচু মানের হবে যে, অন্য জাতিরা চরিত্রের উন্নতির জন্য তার সাহচর্য গ্রহণ করবে। একজন মুসলমানের অভ্যাস, তার কাজকর্ম, তার কথাবার্তা, চালচলন, আচার-আচরণ এতো উত্তম হবে যে, তাকে আইডিয়াল বানানো হবে, তার অনুসরণ করা হবে, অন্য জাতিরা তার চরিত্র (Character), আখলাক ও অভ্যাসের উপর ঈর্ষা করবে এবং তাকে দেখে জীবনযাপন শিখবে।

কিন্তু আফসোস! আজ পরিস্থিতি উল্টে গেছে। خَيْرُ الْاُمَم (শ্রেষ্ঠ উম্মত) আমরা, এটাই তো হওয়া উচিত ছিল যে, আমরা অন্যদের জন্য আইডিয়াল হব, কিন্তু আমরাই অন্য জাতিদেরকে আমাদের আইডিয়াল বানিয়ে ফেলেছি। হওয়া তো উচিত ছিল যে, অন্য জাতিরা আমাদের অনুকরণ করবে, কিন্তু আমরাই অনুকরণকারী হয়ে গেলাম, আমরা অন্যদের অনুকরণ করতে লাগলাম। চালচলনে অমুসলিমদের অনুকরণ, শিক্ষায় (Education) অমুসলিমদের অনুকরণ, নীতি ও আইনে অমুসলিমদের অনুকরণ, এমনকি জুতো, কাপড় কেনা এবং খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও অমুসলিম জাতিদের অনুকরণ করা হচ্ছে। শত কোটি আফসোস! আজ মুসলমান কুরআন শেখে না, কিন্তু অমুসলিমদের দর্শন শিখে নেয়। আপন নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সীরাত দেখে না, বরং অমুসলিমদের রীতিনীতি গ্রহণ করে।

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের দায়িত্ব হলো, خَيْرُ الْأُمَم (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উম্মত) হওয়ার যে সম্মান রাব্বুল আলামীন আমাদের দান করেছেন, আমরা যেন সেই সম্মানের কদর করি। আমরা যেন সত্যিই خَيْرُ الْأُمَم (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উম্মত) হয়ে থাকি। আমরা যেন অন্যদের অনুকরণ না করি, বরং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা অর্জন করি, তার উপর আমল করি। আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনাদর্শকে বাস্তবে ধারণ করি। হায়! আমরা যদি সুন্নাতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে যেতে পারতাম!

উম্মতে মুসলিমার গুরুত্ব ও ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়টি বোঝা জরুরী যে, আমরা আমাদের গুরুত্বকে উপলব্ধি করি, আমরা কারা? এবং কেন? এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত।

একটু নিজের গুরুত্বের দিকে তাকান! হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যখন আল্লাহ পাকের নবী হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর তাওরাত শরীফ নাযিল হয়েছিল, তখন তিনি এই প্রিয় আসমানী কিতাব তিলাওয়াত করার সময় একটি উম্মতের ফযীলত সম্পর্কে পড়লেন। এই ফযীলতগুলো পড়ে তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! তাওরাতে এমন একটি উম্মতের কথা উল্লেখ আছে, যারা (দুনিয়াতে আসার দিক থেকে) সর্বশেষ হবে কিন্তু (নেক আমলের দিক থেকে) সকলের আগে থাকবে। হে আল্লাহ পাক! একে আমার উম্মত বানিয়ে দিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন:

تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم) অর্থাৎ, (হে মূসা!) এরা তো আমার প্রিয় নবী হযরত আহমদ মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আবার আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! আমি তাওরাতে এমন এক উম্মতের কথা পড়ছি, যাদের জন্য সুপারিশ করা হবে। হে মওলা! একে আমার উম্মত বানিয়ে দিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم) অর্থাৎ হে মূসা! এ তো আমার প্রিয় নবী হযরত আহমদ মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: হে পরওয়ারদিগার! আমি তাওরাতে এমন এক উম্মতের কথা পড়ছি, যাদের দু'আ কবুল করা হবে। হে আল্লাহ পাক! একে আমার উম্মত বানিয়ে দিন। রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করলেন: تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم) অর্থাৎ হে মূসা! এ তো আমার প্রিয় নবী হযরত আহমদ মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: হে রব্বে করীম! আমি তাওরাতে এমন এক উম্মতের কথা পড়ছি, যাদের কিতাব (অর্থাৎ কুরআন করীম) তাদের বক্ষে থাকবে এবং তারা তা তিলাওয়াত করবে। হে আল্লাহ পাক! একে আমার উম্মত বানিয়ে দিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم) অর্থাৎ, হে মূসা! এ তো আমার প্রিয় নবী হযরত আহমদ মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরও আরয করলেন: হে রব্বে করীম! আমি তাওরাতে এমন এক উম্মতের কথা পড়ছি, যারা কোনো নেক কাজের দৃঢ় ইচ্ছা করলে তাদের জন্য একটি নেকী লেখা হবে এবং যখন তারা সেই

নেক কাজটি করবে, তখন তাদের জন্য ১০টি নেকী লেখা হবে। হে আল্লাহ পাক! একে আমার উম্মত বানিয়ে দিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অর্থাৎ, হে মূসা! এ তো আমার প্রিয় নবী হযরত আহমদ মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত।

যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এই উম্মতের এতসব ফযীলত পড়লেন, শুনলেন এবং জেনে নিলেন যে এটি আহমদ মুজতবা, মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত, তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: يَا رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِنْ اُمَّةِ اَحْمَد অর্থাৎ, হে আল্লাহ পাক! যখন আহমদ-এর উম্মত এত ফযীলতপূর্ণ, তখন আমাকেও আহমদ মুজতবা, মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতী বানিয়ে দিন।

(জুয ফীহি মিন আহাদীসিল ইমাম আবি নু'আইম, হাদীস: ১, পৃষ্ঠা: ২৮,)

আল্লাহু আকবার! This is our value (এটাই আমাদের মূল্য), এটাই আমাদের কদর, আমাদের গুরুত্ব...!! একটু আমরা আমাদের চরিত্র, আমাদের আখলাক, আমাদের অভ্যাসের দিকে চিন্তা করে দেখি, আমরা কি এই ফযীলত ও গুরুত্বের যোগ্যতা রাখি...?হায়! আফসোস!

উম্মতে মুসলিমা আখেরি উম্মত কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি কখনো চিন্তা করেছেন যে, এই উম্মতকে শেষ উম্মত কেন বানানো হলো? কমবেশি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁদের সকলেরই উম্মত ছিল। আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রিয় নবীর উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, এই উম্মতকে শেষ উম্মত বানিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর কিয়ামত পর্যন্ত

আর কোনো নতুন নবী আসবেন না এবং আমাদের পরেও আর কোনো উম্মত নেই। আমরাই শেষ উম্মত, এরপর শুধু কিয়ামতই আসবে। সর্বশেষ এতে কী হিকমত রয়েছে? এই উম্মতকে শেষ উম্মত কেন বানানো হলো? আসুন! কয়েকটি হিকমত শুনি, এতে আমরা আমাদের গুরুত্ব (value) জানতে পারব, নিজেদের কদর ও মর্যাদা বুঝতে পারব, নিজেদের পদমর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারব।

(১): প্রথম হিকমত: উম্মতে মুসলিমাকে সাক্ষী বানানো হয়েছে

আল্লাহ পাক কুরআন করীমে ইরশাদ করেন:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

(পারা ২, বাকারা, আয়াত ১৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর কথা হলো এরূপই যে, আমি তোমাদেরকে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও।

এটা উম্মতে মুসলিমার শেষ উম্মত হওয়ার একটি হিকমত। যদি এই উম্মতকে প্রথম উম্মত বানানো হতো, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই উম্মত তার পরে আসা উম্মতদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতো না। তাই এই উম্মতকে শেষ উম্মত বানানো হয়েছে, যাতে এই উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর সাক্ষী হতে পারে।

কিয়ামতের দিন উম্মতে মুসলিমার সাক্ষ্য

বুখারী শরীফের হাদীসে পাকে আছে, আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূল হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: কিয়ামতের দিন হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কে ডাকা হবে। তিনি বলবেন: لَبَّيْكَ يَارَبِّ! (হে আল্লাহ পাক! আমি হাজির)। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে: আপনি কি আমার বিধানাবলী

আপনার উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন? তিনি আরয করবেন: জি হ্যাঁ! হে মওলা! আমি বিধানাবলী পৌঁছে দিয়েছি। এরপর তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমাদের কাছে কি আমাদের বিধানাবলী পৌঁছানো হয়েছিল? সেই হতভাগারা (যাদেরকে হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন) কিয়ামতের দিন সরাসরি অস্বীকার করবে এবং বলবে: مَاۤ اَتٰىنَا مِنْ نَّذِيْرٍ (আমাদের কাছে তো কোনো সতর্ককারী (যে আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে থাকেন তিনি) আসেনি)। তখন হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কে বলা হবে: হে নূহ! আপনার কাছে কোনো সাক্ষী আছে? হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام আরয করবেন: হ্যাঁ! হে রব্বে করীম! মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর উম্মত আমার সাক্ষী। তখন এই উম্মত সাক্ষ্য দেবে যে, হে আল্লাহ করীম! হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام সত্য বলছেন, তিনি (আপনার) পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। **(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর: ১১১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪৮৭)**

অন্য এক বর্ণনায় আছে: মহান মর্যাদার অধিকারী, মক্কী মাদানী তাজদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: কিয়ামতের দিন যে নবীর عَلَيْهِ السَّلَام উম্মত তাঁকে অস্বীকার করবে (অর্থাৎ বলবে যে, হে মওলা, তিনি আপনার পয়গাম পৌঁছাননি), আমরা তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেব।

(তাফসীরে দুররে মানসুর, পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৩ নং আয়াতের পাদটীকা ১/৩৪৯)

উম্মতে মুসলিমা দুনিয়াতেও সাক্ষী

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: একবার একটি জানাযা অতিক্রম করছিল, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির প্রশংসা করলেন। এর উপর প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: وَجَبَتْ (তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল)। এরপর আরেকটি

www.dawateislami.net

জানাযা অতিক্রম করল, সেটির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর অভিব্যক্তি ভালো ছিল না। এর উপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: وَجَبَتْ (তার জন্যও ওয়াজিব হয়ে গেল)। তারপর ইরশাদ করলেন: যে মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তোমরা ভালোর সাক্ষ্য দেবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। আর যার ব্যাপারে তোমরা মন্দের সাক্ষ্য দেবে, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব। أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ(তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সাক্ষী)।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৩৪১, হাদীস: ৯৪৯,)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহু আকবার! This is our value (এটাই আমাদের কদর, আমাদের গুরুত্ব!!) এই উম্মত কিয়ামতের দিন নবী-রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, দুনিয়াতে এই উম্মত যার পক্ষে ভালোর সাক্ষ্য দেয়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এটা কত বড় গুরুত্বের বিষয়...!! এখন আমরা একটু চিন্তা করি! আমরা কি এর যোগ্য? এই যে পদমর্যাদা উম্মতে মুসলিমাকে দেওয়া হয়েছে, আমরা কি নিজেদেরকে সেই পদের যোগ্য করে তুলছি? হায়! আফসোস!

☆ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে কী কী মন্দ কাজ ছিল? ☆ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর কওম তাঁর সাথে কী ধরনের বেয়াদবি করত, আজ কি আমাদের মধ্যে বেয়াদবি করা হয় না? ☆ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام তাদের বোঝাতেন, কিন্তু তারা কথা মানতে প্রস্তুত ছিল না, আমরা কি আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশাবলী পালন করি? ☆ হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام এর কওম ছিল অবাধ্য, আজ কি আমাদের এখানে পূর্ণ নির্লজ্জতার সাথে গুনাহ করা হয় না? ☆ হযরত সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام এর কওম নিজেদের শক্তি, দক্ষতা এবং বড় বড় অট্টালিকার উপর গর্ব করত, অহংকারের বিপদে লিপ্ত

ছিল। আজ কি আমাদের এখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ভিত্তি বানিয়ে দ্বীনি বিষয়গুলোকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয় না? মানুষ কি বলে এটা না যে, দুনিয়া চাঁদে পৌঁছে গেছে আর তোমরা এখনো নামায-রোযার কথা বলছো? ✯ হযরত লূত عَلَيْهِ السَّلَام এর কওমে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও খারাপ কাজ সাধারণ ছিল। এই জিনিসগুলো কি আজ আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় না? ✯ হযরত শু'আইব عَلَيْهِ السَّلَام এর কওম মাপে কম দিত। আজ কি আমাদের এখানে মাপে কম দেওয়া হয় না? ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হয় না? ✯ হযরত শু'আইব عَلَيْهِ السَّلَام এর কওম চৌরাস্তায় বসে মানুষকে পথভ্রষ্ট বা মিসগাইড করত। আজ কি আমাদের এখানে এমনটা হয় না?

হযরত শু'আইব عَلَيْهِ السَّلَام এর কওম তো সরাসরি বলেছিল:

قَالُوْا یٰشُعَیْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا یَعْبُدُ اٰبَآؤُنَاۤ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِیْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ৮৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তারা বললো: হে শু'আইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদের খোদাগুলোকে বর্জন করবো, অথবা স্বীয় ধন -সম্পদের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছা তা করবো না?

একটু ইনসাফের সাথে বলুন! আজ যখন সুদী লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা ইত্যাদি থেকে নিষেধ করা হয়, তখন ঠিক এই কথাই কি লিবারেলিজমের (উদারতাবাদের) নামে বলা হয় না? মানুষ কি বলে না যে, মৌলভী সাহেবের ব্যবসার জ্ঞান নেই, তার উচিত নিজের নামায-রোযা নিয়েই থাকা।

এই সবকিছু আমাদের এখানে, আমাদের সমাজেও পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে বলুন! যখন আমরাও তাই করছি যা পূর্ববর্তী উম্মতরা করতো,

তখন এই পদমর্যাদা, যা উম্মতে মুসলিমাকে দেওয়া হয়েছে পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর সাক্ষ্য দেওয়া, আমরা এই পদের উপর কীভাবে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পারবো?

মনে রাখবেন! ফাসিক (অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহকারী) ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। নামায ত্যাগ করা ফিসক, রোযা না রাখা ফিসক, মাপে কম দেওয়া, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া, অন্যদের কষ্ট দেওয়া, মিথ্যা বলা, সুদী লেনদেন করা ইত্যাদি সবই ফিসক, গুনাহের কাজ, এবং মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন যে, কিয়ামতের দিন উম্মতে মুসলিমা যে সাক্ষ্য দেবে, তার দ্বারা কেবল এই উম্মতের মুত্তাকী ও পরহেযগার লোকদের বোঝানো হয়েছে, **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৪৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ২/২১)** যারা নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে, গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকে, তাকওয়া অবলম্বন করে। কেবল তারাই এই সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য হবে। যারা গুনাহগার, ফাসিক ও ফাজির, তারা নিজেরাই গুনাহ করে নিজেদেরকে এই পদের জন্য অযোগ্য করে নিয়েছে।

হে আশিকানে রাসূল! চিন্তা করার বিষয়! কত মহান এক পদমর্যাদা, আর আমরা কেবল দুনিয়ার ভালোবাসার কারণে, মালের পেছনে, জৈবিক চাহিদার কারণে নিজেদেরকে এই পদের জন্য অযোগ্য করে দিচ্ছি। এটা কতো বড় ক্ষতির বিষয়...? তাই আমাদের উচিত নিজেদের চরিত্রকে সংশোধন করা, নিজেদের আচরণ, আখলাক, আমল এবং চালচলনকে ঠিক করা, যাতে এই মহান পদমর্যাদা যা এই উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, আমরা সেই পদের যোগ্য হতে পারি।

(২): দ্বিতীয় হিকমত: শিক্ষা গ্রহণকারী উম্মত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উম্মতকে শিক্ষা গ্রহণকারী উম্মত বানানো হয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

(পারা ১১, ইউনুস, আয়াত ১৩-১৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমালংঘন করেছিলো এবং তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট দলীলাদি নিয়ে আসেন এবং তারা এমন ছিলোই না যে, ঈমান আনবে। আমি এমনিভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি অপরাধীদেরকে। অতঃপর আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাবিষিক্ত করেছি যেন দেখি তোমরা কিরূপ কাজ করো।

অর্থাৎ হে উম্মতে মুসলিমা! পূর্বে অনেক উম্মত গত হয়েছে, তাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল, তাদের জন্য বিধানাবলী স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছিল কিন্তু তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, নাফরমানি করেছিল। আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি, তারপর তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি, যাতে দেখি যে তোমরাও সেই উম্মতদের মতই কাজ করো, নাকি আল্লাহ পাকের আনুগত্য করো।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! এটাই হলো এই উম্মতকে শেষ উম্মত বানানোর একটি হিকমত...!! ওলামায়ে কেরাম বলেন: পূর্ববর্তী উম্মতদের লোকেরা কীভাবে গুনাহ করতো, কীভাবে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য

দিতো, কীরকম অবাধ্যতা করতো, কীভাবে আল্লাহ পাক তাদের অবকাশ দিয়েছিলেন, তাদের দীর্ঘ জীবন দিয়েছিলেন, তারপর যখন তারা নিজেদের নাফরমানিতে অটল হয়ে গেল, তখন আল্লাহ পাক কীভাবে তাদের উপর আযাব নাযিল করলেন কাউকে ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করা হলো, কোনো কওমের উপর পাথর বর্ষণ করা হলো, কোনো কওমের উপর প্রচণ্ড ভূমিকম্পের আযাব এলো। তাদের শক্তি, তাদের ক্ষমতা, তাদের উঁচু উঁচু দালান, তাদের জ্ঞান, তাদের দক্ষতা কোনো কিছুই তাদের আল্লাহ পাকের আযাব থেকে বাঁচাতে পারলো না।

এই সবকিছু হওয়ার পর আল্লাহ পাক এই উম্মতে মুসলিমাকে পাঠিয়েছেন, কুরআন মজীদ এর মধ্যে পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই উম্মত শিক্ষা গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী নাফরমানরা যা করেছে, সেই কাজ যেন এই উম্মত না করে, তাদের পথে যেন না চলে, বরং পূর্ববর্তী নেককার লোকেরা যে কাজগুলো করেছেন, তাদের উপর যে যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, এই উম্মত যেন সেসব নিয়ে চিন্তা করে নেকীর পথ অবলম্বন করে। **(হুসনুত তানাব্বাহ লিমা ওরাদা ফিত তাশাব্বাহ, ১/১০৮)** আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَوَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اَثَارًا فِی الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْؕ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿۲۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে কি তারা পৃথিবী পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো কেমন পরিণতি হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদের। তাদের ক্ষমতা ও যমীনের মধ্যে তারা যে সব নিদর্শন রেখে গেছে তা তাদের চেয়েও অধিকতর। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পাপ গুলোর উপর

(পারা ২৪, সূরা মুমিন, আয়াত ২১)

পাকড়াও করেছেন এবং আল্লাহ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই।

হে আশিকানে রাসূল! এটাই হলো উম্মতে মুসলিমার শেষ উম্মত হওয়ার হিকমত...!! আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য শেষ উম্মত বানানো হয়েছে। এবার একটু চিন্তা করুন! আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করি? হায়! আফসোস! আমাদের উপর অলসতা (Heedlessness) ছেয়ে থাকে, আমরা উপদেশ গ্রহণ করি না, আমরা শিক্ষার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর অবস্থা আমাদের কাছে স্পষ্ট। আ'দ সম্প্রদায় কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল, সামূদ সম্প্রদায়ের উপর কীভাবে আযাব এসেছিল, শু'আইব সম্প্রদায় কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল,এই সবকিছু আমরা শুনতে থাকি। কুরআন করীমে এই সবকিছুর উল্লেখ রয়েছে, ওলামায়ে কেরাম বয়ান করতে থাকেন, কিন্তু আফসোস! আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি না, গুনাহ ছেড়ে নেক পথের মুসাফির হই না।

শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান

হে আশিকানে রাসূল! কুরআন করীম আমাদের জায়গায় জায়গায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিয়েছে। পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৪৪-এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِی الْاَبْصَارِ ﴿۴۴﴾

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৪৪)

<u>কানযুল ঈমানের অনুবাদ:</u> আল্লাহ পরিবর্তন ঘটান রাত ও দিনের নিশ্চয় এতে বুঝার ক্ষেত্র রয়েছে অন্তদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।

পারা ৩০, সূরা নাযি'আতে ফিরাউন এবং তার লস্করের (Army) ডুবে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করার পর ইরশাদ করা হয়েছে:

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ یَّخْشٰى ﴿۲۶﴾
(পারা ৩০, নাযিআত, আয়াত ২৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় এর মধ্যে শিক্ষা লাভ হয় তারই, যে ভয় করে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! এই আল্লাহ পাককে ভয়কারীরা, اُولِي الْاَبْصَارِ (অর্থাৎ চিন্তাশীল, শিক্ষার দৃষ্টিসম্পন্নরা) আল্লাহ পাকের নিদর্শনাবলী (Signs) দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। দিন এলো, চলে গেল, সূর্য উঠল, ডুবে গেল, রাত এলো, কেটে গেল, তারা উঠল, অস্ত গেল– এই সবকিছু, (Universe) বিশ্ব জগতের এর প্রতিটি কণা একটি খোলা কিতাব। এতে আমাদের জন্য উপদেশ আছে, শিক্ষা আছে। হায়! আমরা যদি ভয়কারী, শিক্ষা গ্রহণকারী, اُولِي الْاَبْصَارِ (অর্থাৎ চিন্তাশীল, দুনিয়াকে শিক্ষার দৃষ্টিতে দর্শনকারী) হয়ে যেতাম!

শিক্ষার দৃষ্টি সম্পর্কে আউলিয়ায়ে কেরামের বাণী

☆ হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াকে শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখে এবং চিন্তা-ভাবনা করে, সে বেশি বেশি নেক কাজ করতে সফল (Successful) হয়।

☆ হযরত মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি এই দুনিয়াকে শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখে না, আখিরাতের চিন্তা করে না, তার নেকী কমে যায় এবং তার অন্তর পর্দায় ঢাকা থাকে।

✯ হযরত হাতেম আসম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: মানুষ শিক্ষা গ্রহণকারী কীভাবে হয়? তিনি উত্তর দিলেন: যখন সে দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের পরিণামের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং চিন্তা করে যে, অচিরেই এই জিনিসটি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবে এবং এই জিনিসের মালিকও খুব শীঘ্রই কবরে দাফন হয়ে যাবে।

✯ হযরত হাতেম আসম্মা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই একটি বাণী হলো: যার ঘর থেকে জানাযা বের হয় এবং সে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, এমন ব্যক্তিকে ইলম, হিকমত এবং উপদেশের কোনো উপকার লাভ হয় না।

(তানবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা: ৫৭)

প্রতিটি ঘরই শিক্ষার নিদর্শন

হযরত সাইব আবদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন হযরত সালেহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের কাছে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু বিশর! আপনি কোথা থেকে এলেন? তিনি বললেন: আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তোমার কাছে এসেছি। আমি যখন অমুকের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সেই ঘরটি আমাকে (ভাষাহীন ভাষায়) ডেকে বললো: হে সালেহ! আমার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করো! আমার মধ্যে অমুক অমুক লোক থাকতো, এখন তারা ইন্তিকাল করেছে। তারপর যখন অমুকের ঘরের কাছে পৌঁছলাম, তখন সেই ঘরটিও আমাকে (ভাষাহীন ভাষায়) ডেকে বললো: হে সালেহ! আমার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর! আমার মধ্যে অমুক অমুক লোক থাকতো, এখন তারা সবাই মাটিতে দাফন (Buried) হয়ে আছে। হযরত আবু সাইব আবদী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এভাবেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক এক করে ঘর গণনা করতে থাকলেন, এমনকি আমাদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/১৮২, নং: ৮২২২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করে দেখুন! আমাদের এই বুযুর্গানে দ্বীন, আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা কেমন কেমন পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। হায়! আমরা হলাম একদল, ✯নির্জন ঘর, ✯ চুলার মধ্যে জ্বলন্ত আগুন, ✯ সূর্যের রোদ (Sunshine), ✯ শীত, গরম ইত্যাদি থেকে শিক্ষা নেওয়া তো দূরের কথা, ✯ আমাদের চোখের সামনে জানাযা ওঠে, আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি না। ✯ নিজের হাতে মৃতদেহ কবরে নামাই, তখনও শিক্ষা গ্রহণ করি না। ✯ অমুকের ছেলে অমুক বেশ ভালোই ছিল, হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack) হয়ে মারা গেল। ✯ অমুক যুবক রোড এক্সিডেন্টে মারা গেল– এরকম হাজারো খবর আমরা শুনতে থাকি, তবুও আমরা নিজেদের মৃত্যুকে স্মরণ করি না, শিক্ষা গ্রহণ করি না। হায়! আমরা যদি শিক্ষা গ্রহণকারী এবং কবর ও আখিরাতকে স্মরণকারী হয়ে যেতাম!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩): তৃতীয় হিকমত: নেককারদের পথে চলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মতে মুসলিমাকে শেষ উম্মত কেন বানানো হলো? এর আরেকটি হিকমত শুনুন! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ চান আপন বিধানাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে এবং তোমাদের প্রতি

عَلَيۡكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ﴿۲۶﴾
(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ২৬)

আপন করুণা সহকারে প্রত্যাবর্তন করতে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

ওলামায়ে কেরাম বলেন: আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেছেন যে (এই উম্মতকে শেষ উম্মত বানিয়ে) তাদের জন্য কুরআন করীম নাযিল করবেন এবং এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী নেককার লোকদের চালচলন, তাদের আচরণ, তাদের অভ্যাস ও চরিত্র আমাদের উপর স্পষ্ট করে দেবেন, যাতে আমরা নেককার লোকদের পথে চলি, এভাবে আমরা তওবা করি এবং আল্লাহ পাক আমাদের তওবা কবুল করেন।

(হুসনুত তানাব্বাহ লিমা ওরাদা ফিত তাশাব্বাহ, ১/১১৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মতে মুসলিমাকে শেষ উম্মত কেন বানানো হলো, এর আরও অনেক হিকমত রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি আমরা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। হায়! আমরা যদি এই হিকমতগুলো বোঝার চেষ্টা করতাম! হায়! এর মাধ্যমে যদি আমরা নিজেদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী আমলকারী হয়ে যেতাম!

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

২৪ নং নেক আমলের এর প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদেরকে নেককার বানানোর জন্য এবং নেকীর উপর অবিচল থাকার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের পীর ও মুর্শিদ, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর মুরীদান, মুহিব্বীন

এবং সকল আশিকানে রাসূলকে সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য "৭২ নেক আমল" নামক একটি রিসালা (পুস্তিকা) দান করেছেন।

নেক আমল এই রিসালার উপর আমল করার বরকতে اِنْ شَآءَ الله আমরা নেক কাজের উপর অবিচল থাকতে সফল হতে পারব। এই ৭২টি নেক আমলের মধ্যে একটি নেক আমল নং ২৪ হলো: আজ কি আপনি একটি দ্বীনি দরস (মসজিদ, দোকান, বাজার ইত্যাদি যেখানে সুবিধা হয়) দিয়েছেন বা শুনেছেন? দরস দেওয়া বা শোনার অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। এতে ইলমে দ্বীন বৃদ্ধি পায় এবং অনেক প্রিয় সুন্নাত শেখার সুযোগ হয়। আমাদের উচিত এই নেক আমলের উপর আমল করা এবং অন্যদেরকেও দরসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেওয়া। আল্লাহ পাক আমাদের নিয়মিতভাবে নেক আমল রিসালা পূরণ করার এবং প্রতি মাসে জমা দেওয়ার তৌফিক দান করুক। اٰمین

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোগীর সেবা করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, রোগীর সেবা করার মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুটি বাণী শ্রবণ করি: (১) عُوْدُوا الْمَرِيْضَ অর্থাৎ রোগীর সেবা করো। **(আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৩৭, হাদীস ৫১৮)** (২) যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে অতঃপর তার মুসলমান ভাইয়ের সাওয়াবের নিয়তে সেবা করে, তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হবে। **(আবু দাউদ, ৩/২৪৮, হাদীস ৩০৯৭)**

☆ রোগীর সেবা করা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত।

www.dawateislami.net

✯ রোগীর সেবা করা সুন্নাত। যদি জানা যায় যে, সেবা করতে গেলে সেই রোগীর উপর কষ্ট হবে, এমতাবস্থায় সেবা করা থেকে বিরত থাকবেন। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৫)** ✯ যদি রোগীর সাথে আপনার মনে কোনো বিরক্তি বা তার প্রকৃতির সাথে আপনার মিল না থাকে, তবুও সেবা করুন। সুন্নাতের অনুসরণের নিয়তে সেবা করুন। যদি শুধু এই জন্য সেবা করেন যে, যখন আমি অসুস্থ হব তখন সেও আমার সেবা করতে আসবে, তাহলে সাওয়াব মিলবে না। ✯ কারো সেবা করতে গিয়ে যদি তার রোগের তীব্রতা দেখেন, তবে তাকে ভয় দেখানোর মতো কথা বলবেন না, যেমন 'তোমার অবস্থা তো খারাপ, আর এমনভাবে মাথাও নাড়বেন না, যাতে অবস্থার অবনতি বোঝা যায়। ✯ সেবার সময় রোগী বা দুঃখী ব্যক্তির সামনে নিজের চেহারায় দুঃখ ও বিষন্নতার ভাব ফুটিয়ে তুলবেন না। ✯ কথাবার্তার ভঙ্গি এমন হবে না, যাতে রোগী বা তার আত্মীয়দের মনে সন্দেহ আসে যে, 'এ আমাদের কষ্টে খুশি হচ্ছে।' ✯ রোগীর পরিবারের প্রতিও সহানুভূতি প্রকাশ করুন এবং যা সেবা বা সাহায্য করতে পারেন, তা করুন।

ঘোষণা

রোগীর সেবা করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৪ আগস্ট ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

রোগীর সেবা করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

✯ রোগীর কাছে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিন এবং তার জন্য সুস্থতা ও আরোগ্য লাভের দু'আ করুন। ✯ রোগীর কাছে নিজের জন্য দু'আ করান, কারণ রোগীর দু'আ প্রত্যাখ্যান হয় না। ✯ সেবা করার সময় সুযোগ বুঝে রোগীকে নেক কাজের দাওয়াতও দিন, বিশেষ করে নামাযের (নিয়মিত আদায়) করার কথা মনে করিয়ে দিন, কারণ অসুস্থ অবস্থায় অনেক নামাযীও নামায থেকে উদাসীন হয়ে যায়। ✯ রোগীর কাছে বেশিক্ষণ বসবেন না এবং হৈ-চৈ করবেন না। হ্যাঁ, যদি রোগী নিজেই বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে সম্ভব হলে তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। ✯ রোগীর সেবার সময় উপহার নিয়ে যাওয়া একটি উত্তম কাজ। কিন্তু না নিয়ে গেলে সেবা না করা এবং মনে মনে এই খেয়াল করা যে, 'কিছু না নিয়ে গেলে সে কী ভাববে যে খালি হাতে সেবা করতে এসেছে', এটা ঠিক নয়। খালি হাতেই সেবা করে নেওয়া উচিত, সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হবে না। ✯ যখন আপনি সেবা করতে যাবেন, তখন ফল, বিস্কুট ইত্যাদি উপহার নিয়ে গেলে পরামর্শ হলো মাকতাবাতুল মদীনার কিছু রিসালাও সাথে নিয়ে রোগীকে দিন, যাতে সে সাক্ষাৎকারী, (এবং হাসপাতালে থাকলে) প্রতিবেশী রোগী এবং তাদের আত্মীয়দেরকে উপহার দিতে পারে। বরং সবচেয়ে ভালো হয় যদি রোগী নিজেই কিছু রিসালা হাদিয়া হিসেবে নিজের কাছে রাখে এবং এই উদ্দেশ্যে সাওয়াব অর্জন করে। ✯ ফাসিকের সেবা করাও জায়েয,

www.dawateislami.net

কারণ সেবা করা ইসলামের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত এবং ফাসিকও মুসলমান। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অযুর মাঝে পড়ার দু'আ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় সময়সূচী অনুযায়ী "ওযুর মাঝে পড়ার দু'আ" মুখস্থ করানো হবে। সেই দু'আটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার ঘরে প্রশস্ততা ও বরকত দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।

(খাযিনায়ে রহমত, পৃ. ৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

www.dawateislami.net

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد